ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬

Distressed Asset Management Act, 2026

[Draft dated = June 30, 2026]

ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬

যেহেতু ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানীসমূহের খেলাপি, অবলোপনকৃত ও ননপারফর্মিং ঋণ (Non-Performing Loan-NPL), অগ্রিম ও বিনিয়োগ আদায় ও ব্যবস্থাপনা, সিকিউরিটাইজেশন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ত করিয়া খেলাপি বা অবলোপনকৃত বা ননপারফর্মিং ঋণ, অগ্রিম ও বিনিয়োগের ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠন, সেকেন্ডারি বাজার (Secondary Market) প্রতিষ্ঠাসহ প্রসার ও উন্নয়ন, এতদসংক্রান্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, লাইসেন্স প্রদান, ব্যবস্থাপনা, নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা, আর্থিক কাঠামো সুসংগঠিতকরণ এবং সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

অধ্যায় ১: প্রারম্ভিক

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও উপক্রমণিকাঃ

(১) এই আইন ‘ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬’ নামে অভিহিত হইবে।
(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) “অর্থঋণ আদালত” অর্থ অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর (সংশোধিত) ধারা ২(খ) অনুসারে প্রতিষ্ঠিত আদালত।

(খ) “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (আইন নং VIII, ২০০৩)-এর ২(ক) ধারায় সংজ্ঞায়িত ও উল্লিখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীনে কোনো ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানীও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হইবে, এবং উক্ত কোম্পানী অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুসারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সকল অধিকার ও প্রতিকার প্রাপ্ত হইবে।

(গ) “ঋণ” (Debt) অর্থ অর্থ অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর (সংশোধিত) ধারা ২(গ) অনুসারে সংজ্ঞায়িত ঋণ।

(ঘ) “ঋণগ্রহীতা” (Borrower) অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, যিনি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বা উক্ত আর্থিক সহায়তার নিরাপত্তার জন্য জামিন (guarantee) প্রদান করিয়াছেন, কিংবা বন্ধক বা জামানত (pledge) সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ ঋণগ্রহীতা সেই ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির নিকটও ঋণগ্রহীতা হিসাবে দায়ী হইবেন যে ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এই আইনের অধীনে অধিকার বা স্বার্থ অর্জন করিয়াছেন।

(ঙ) “ঋণখেলাপি” অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান -
(১) যিনি বা যাহারা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্রেডিট সুবিধা বা অন্যান্য আর্থিক সহায়তার অধীনে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ বা সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হইয়াছেন; এবং
(২) যাহাদের উক্ত ক্রেডিট সুবিধা বা আর্থিক সহায়তা বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ঋণদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী “বকেয়া” (past-due), “নিম্ন-মান” (sub-standard), “সন্দেহজনক” (doubtful), “ক্ষতি” (loss) অথবা অন্য কোনো সমতুল্য অপ্রদর্শিত/সমস্যাগ্রস্ত শ্রেণি (non-performing category)-তে শ্রেণিবদ্ধ হইয়াছে।

(চ) "ঋণখেলাপি-সম্পৃক্ত পক্ষ" (Defaulter-related Party) অর্থ ঋণখেলাপি স্বয়ং অথবা এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণখেলাপির সুবিধাভোগী অথবা যাহাদের স্বার্থ ঋণখেলাপির স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ঋণখেলাপির উত্তরাধিকারী, সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উল্লেখযোগ্য শেয়ারহোল্ডার, বর্তমান বা প্রাক্তন পরিচালক, কর্মকর্তা, প্রধান কর্মচারীবৃন্দ (এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যগণ), পেশাগত উপদেষ্টা, অর্থদাতা, জামিনদাতা, লাভ-ভাগাভাগি বা পার্শ্বচুক্তির পক্ষ বা সত্তাসমূহ।

(ছ) কিউআইবি (QIB)" বা "যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা (Qualified Institutional Buyer)" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যাহা খুচরা বিনিয়োগকারী নহে; এবং এর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কিন্তু সীমাবদ্ধ নহে - দেশীয় ও বিদেশি বিমা কোম্পানী, মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইভেট ইকুইটি ফান্ড, অপারচুনিটি ফান্ড, ক্রেডিট ফান্ড, ঋণ ফান্ড, সরকারি সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী, বিদেশি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী, ট্রাস্টি, বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং দেশীয় বা বিদেশি অন্যান্য ব্যবসায়িক সত্তাসমূহ, যাহা ডিএএমইউ সময়ে সময়ে নির্ধারণ করিতে পারিবে। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে কোনো কোনো ঋণখেলাপি-সম্পৃক্ত পক্ষ (Defaulter-related Party) যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা হইবে না।

(জ) "জামিনদাতা" (Guarantor) অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, যিনি কোনো ঋণখেলাপির ডিস্ট্রেসড সম্পদ-সংক্রান্ত দায় বা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তাদাতা, ক্ষতিপূরণদাতা বা অন্য কোনো ভূমিকায়, উক্ত দায়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশ পরিশোধে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন; এবং যিনি প্রযোজ্য আইন ও গ্যারান্টির শর্তাবলীর অধীনে, ঋণখেলাপির ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট কোনো ক্ষতি, দায় বা ব্যয় হইতে ডিস্ট্রেসড সম্পদের অধিকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন।

(ঝ) "জামানত" (Collateral) অর্থ এমন কোনো সম্পত্তি বা সম্পদ, যার উপর কোনো আর্থিক দায় পরিশোধের জন্য সিকিউরিটি স্বার্থ (security interest) প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঞ) "জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান" অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৯ক ধারায় সংজ্ঞায়িত ও উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান।

(ট) "ট্রাস্ট" (Trust) অর্থ এমন একটি ট্রাস্ট, যাহা ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ অনুসারে এই আইনের বিধান ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গঠিত। উক্ত ট্রাস্ট একটি অফেরতযোগ্য ট্রাস্ট দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুসারে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হইবে। এই আইনের অধীনে গঠিত ট্রাস্ট একটি স্বাধীন আইনগত ও হিসাবগত (accounting) সত্তা হিসেবে ডিস্ট্রেসড সম্পদ-এর কোন পোর্টফোলিও অধিগ্রহণ, ধারণ ও ব্যবস্থাপনা করিবে। ট্রাস্ট আইনের, ১৮৮২-এর কোনো বিধান এই আইনের বিধান বা উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গত হইলে, ট্রাস্ট আইনের উক্ত অসঙ্গত অংশ প্রযোজ্য হইবে না।

(ঠ) "ডিএএমসি-এর বাণিজ্যিক সম্পদ" অর্থ ডিএএমসি-এর নিজস্ব ব্যবসা ও কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে অর্জিত, উপার্জিত মালিকানাধীন বা ধারণকৃত সকল সম্পদ; তবে কোনো ট্রাস্টের নামে অধিগ্রহণকৃত বা ধারণকৃত ডিস্ট্রেসড সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্ট চুক্তির শর্তানুযায়ী ট্রাস্টের সকল দায়, ব্যয় ও বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ বা পরিপালনের পর অবশিষ্ট সম্পদ বা উদ্বৃত্ত অর্থ, ট্রাস্টের বেনিফিসিয়ারি হিসেবে ডিএএমসি-এর প্রাপ্য হইলে, উহা ডিএএমসি-এর বাণিজ্যিক সম্পদ হিসাবে রূপান্তরিত ও গণ্য হইবে।

(ড) "ডিস্ট্রেসড সম্পদ" অর্থ এমন কোনো আর্থিক সম্পদ, সাধারণত ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ বা ডিজিটাল ঋণ, যাহা দেনাদার সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধে অক্ষম বা অক্ষম হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উক্ত সম্পদের ঋণমানের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটিয়াছে; ইহার অন্তর্ভুক্ত নন-পারফর্মিং সম্পদ (NPA), এবং অন্যান্য স্ট্রেসড সম্পদ, যেমন পুনঃতফসিলকৃত বা পুনর্গঠিত ঋণ, স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট (SMA) ও অবলোপনকৃত ঋণ।

এই আইনে "ডিস্ট্রেসড সম্পদ" শব্দটি নন-পারফর্মিং লোন (NPL), নন-পারফর্মিং সম্পদ (NPA) বা নন-পারফর্মিং বিনিয়োগ (Non-Performing Investment-NPI) অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং প্রসঙ্গ ভিন্ন না হইলে ইহাদেরকে পরস্পরের প্রতিস্থাপিত অর্থে ব্যাখ্যা করা হইবে।

(ঢ) “ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী (Distressed Asset Management Company বা DAMC বা ডিএএমসি)” অর্থ এমন কোনো কোম্পানী, যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং ডিস্ট্রেসড সম্পদের পুনরুদ্ধার, বাস্তবায়ন, পুনর্গঠন ও সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (DAMU) কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬-এর ধারা ২৬-এ সংজ্ঞায়িত বা উল্লেখিত Distressed Asset Management Company দ্বারা এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার ডিএএমসি এবং উক্ত ডিএএমসি কর্তৃক গঠিত যেকোনো ট্রাস্টও বোঝানো হইবে।

(ণ) “ডিএএমইউ (DAMU)” বা “ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Distressed Asset Management Unit বা ডিএএমইউ)” অর্থ এই আইনের অধীনে ৫(১) ধারা অনুযায়ী গঠিত ইউনিট।

(ত) “দেনাদার” (Debtor) শব্দটি দ্বারা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত)-এর ৫(ছ) ধারায় সংজ্ঞায়িত দেনাদার বুঝাইবে।

(থ) “দায়বদ্ধকৃত সম্পদ” (Secured Asset) অর্থ এমন সম্পদ, যাহার উপর কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে কোনো নিরাপত্তা স্বার্থ (security interest) সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(দ) দেউলিয়াত্ব সুরক্ষা (Bankruptcy Remoteness): ট্রাস্ট কর্তৃক ধারণকৃত সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থসমূহ আইনত পৃথক থাকিবে এবং ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এর দেউলিয়াত্ব বা লিকুইডেশন কার্যক্রম হইতে সুরক্ষিত (bankruptcy-remote) থাকিবে; এবং উক্ত ট্রাস্টের সম্পদ ডিএএমসি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো পাওনাদারের দাবি বা তাদের কর্পোরেট সম্পদের অংশ হিসেবে গণ্য হইবে না।

(ধ) “প্রকৃত বিক্রয়” (True Sale) অর্থ কোনো সম্পদ হস্তান্তরের এমন প্রক্রিয়া, যাহা কোনো হস্তান্তরকারী কর্তৃক কোনো হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট এই আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। উক্ত হস্তান্তর সকল আইনগত, রেগুলেটরী এবং হিসাবগত (accounting) উদ্দেশ্যে প্রকৃত বিক্রয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ন) "ব্যক্তি” অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫(টটট) ধারায় সংজ্ঞায়িত ও উল্লিখিত ব্যক্তি।

(প) “মূল্যায়ন কর্মকর্তা” (Valuation Officer) অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যাহা এই আইনের অধীনে কোনো ডিস্ট্রেসড সম্পদ, জামানত (Collateral) বা অন্যান্য সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সময়ে সময়ে ডিএএমইউ কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত মূল্যায়ন কর্মকর্তা সম্পূর্ন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইবে এবং কোনোভাবেই ঋণখেলাপি-সম্পৃক্ত পক্ষ হইতে পারিবেন না।

(ফ) “রিজার্ভ মূল্য” (Reserve Price) অর্থ এই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোনো সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ন্যূনতম মূল্য; কোন বিক্রয় প্রক্রিয়ার প্রস্তাবিত মূল্য সেই মূল্যের সমান বা অধিক না হইলে, বিক্রেতা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে না।

(ব) “লোন সার্ভিসার কোম্পানি (Loan Servicer Company-LSC)” অর্থ একটি বিশেষায়িত কোম্পানি, যা নিয়মিত এবং/অথবা ডিস্ট্রেসড সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ, আদায়, পুনর্গঠন, এবং তদসংশ্লিষ্ট আসল, সুদ অথবা মুনাফা, এসক্রো পেমেন্ট সংশ্লিষ্ট বকেয়া সংগ্রহে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি-কে প্রশাসনিক সহায়তা, পরামর্শ এবং গ্রাহক পরিষেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।

(ভ) “সম্পদ/সম্পত্তি” (Asset) বলিতে লিগ্যাল বা ইক্যুইটিবল, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, অস্থাবর বা স্থাবর যেকোনো সম্পত্তি, অধিকার বা স্বার্থ বুঝাইবে যার মধ্যে ঋণ-সম্পদ (Credit Assets), সিকিউরিটি প্যাকেজ (Security Package), আর্থিক উপকরণ (Financial Instruments), চুক্তিগত অধিকার (Contractual Rights), প্রাপ্য হিসাব (Receivable Account), জামানত বা গ্যারান্টি (Guarantee), ক্ষতিপূরণ দাবি (Indemnity),

প্রাপ্তি ও প্রতিস্থাপন (Proceeds & Substitutions), ডিজিটাল সম্পদ (Digital Assets) অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। প্রসঙ্গত ভিন্নরূপ না হইলে, “সম্পদ” বলিতে এই আইনে উল্লিখিত বিষয়াবলীর যেকোনো অংশ, অবিভক্ত অংশীদারিত্ব, সংমিশ্রণ ও তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক অধিকারও অন্তর্ভুক্তি থাকিবে।

(ম) “সিকিউরিটাইজেশন” অর্থ ‘ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী’ কর্তৃক অর্জিত পুঞ্জীভূত ও সমগোত্রীয় সম্পদের বিপরীতে বন্ড বা সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল গঠন।

৩. এই আইনে ব্যবহৃত যে শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, The Transfer of Property Act (ACT NO. IV Of 1882), The Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899), রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮ (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ নং আইন), Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order No. 127 of 1972), ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন), কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১০ নং আইন), অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন)’ ও ‘ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন)-এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৪. এই আইনের প্রাধান্য - আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায় ২: DAMU এর প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলি

৫. প্রতিষ্ঠা ও আইনগত মর্যাদাঃ

(১) ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (DAMU) একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহার কার্যক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে এবং স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা হিসাবে সম্পদ অধিগ্রহণ, ধারণ ও বিক্রয়, চুক্তি সম্পাদন, এবং আইনি কার্যক্রমে মামলা দায়ের বা বিরোধিতা করিতে পারিবে। ইহা বাংলাদেশ ব্যাংক-এর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে, তবে এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলী প্রয়োগে ইহার স্বায়ত্তশাসিত অধিকার অক্ষুণ্ন থাকিবে।

(২) ডিএএমইউ-এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত থাকিবে। তবে প্রয়োজনে ডিএএমইউ কার্যক্রমের দক্ষতা ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬. ডিএএমইউ এর প্রধান ও জনবলঃ

(১) ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট একজন ইউনিট প্রধান (Head of DAMU) দ্বারা পরিচালিত হইবে, যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর-এর সুপারিশক্রমে সরকারের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুবিধাধির ক্ষেত্রে ডিএএমইউ-এর প্রধান বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর-এর সমতুল্য বিবেচিত হইবেন।

(২) ডিএএমইউ এর প্রধানঃ

- (ক) এককালীন সর্বোচ্চ তিন (৩) বৎসর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন;
- (খ) ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, বা ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তি হইবেন; এবং
- (গ) তাহার বয়স পঁয়ষট্টি (৬৫) বৎসর পূর্ন হইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিতে পারিবেন না।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক ডিএএমইউ-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অপারেশনাল ব্যয়, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য আনুসাঙ্গি সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৪) ডিএএমইউ প্রয়োজন অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক শর্তে পরামর্শক, উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে।

৭. ডিএএমইউ-এর কার্যাবলিঃ

(১) ডিএএমইউ এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সকল ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ও লোন সার্ভিসার কোম্পানীর লাইসেন্স প্রদান, তদারকি, পর্যবেক্ষণ এবং সামগ্রিক বিষয় নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিবে।

(২) পূর্বোক্ত সাধারণ ক্ষমাতাবলিকে সীমিত না করে, ডিএএমইউ-এর কর্মপরিধির মধ্যে অন্যান্য ক্ষমতার পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে —

- (ক) নির্ধারিত লাইসেন্সিং শর্তাবলী পূরনকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা;
- (খ) কোনো প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সিং-এর শর্তাবলী লঙ্ঘন করিলে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা;
- (গ) এই আইন অনুযায়ী জরিমানা বা প্রশাসনিক শাস্তি আরোপ করা;
- (ঘ) লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন (Register) সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা, যেখানে প্রতিটি লাইসেন্সের আইনগত অবস্থা এবং যেকোনো চলমান বা চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা উল্লেখ থাকিবে;
- (ঙ) ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিতে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা;
- (চ) ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রবিধান, নির্দেশিকা, পরিপত্র ও আদেশ প্রণয়ন, জারি ও বাস্তবায়ন করা;
- (ছ) ডিস্ট্রেসড সম্পদ-এর নিবন্ধন, শ্রেণিবিন্যাস, অধিগ্রহণ, মূল্যায়ন ও তদারকি করা;
- (জ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ডিএএমসি, যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে মধ্যস্থতা ও বিরোধ নিষ্পত্তি সমন্বয় ও কার্যকার করা;
- (ঝ) ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতাা সর্বোত্তম মানদন্ড নিশ্চিত করা;
- (ঞ) ডিস্ট্রেসড সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য ও লেনদেনের কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা;
- (ট) বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক-কে ডিস্ট্রেসড সম্পদ খাতের নীতি, আইন, সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা; এবং
- (ঠ) এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

(৩) আর্থিক স্থিতিশীলতা, সম্পদ পুনরুদ্ধার ও বাজারের সুশৃঙ্খলতার স্বার্থে ডিএএমইউ ইহার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ন স্বাধীনভাবে কাজ করিবে। প্রয়োজনে জনস্বার্থে বা ডিস্ট্রেসড সম্পদ পুনরুদ্ধার সর্বাধিকীকরণের লক্ষ্যে ডিএএমইউ সময়, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮. ডিএএমইউ-এর নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা

(১) জনস্বার্থে এবং এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট সকল ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী বা কোনো শ্রেণির ডিএএমসি ও লোন সার্ভিসার কোম্পানী-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রবিধান, নির্দেশিকা, পরিপত্র বা আদেশ জারি ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এ প্রদত্ত সাধারণ ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিয়া, ডিএএমইউ প্রয়োজনে জনস্বার্থ, আর্থিক স্থিতিশীলতা বা এই আইনের বিধান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট ডিএএমসি বা বিশেষ শ্রেনীর ডিএএমসি-এর প্রতি সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৯. ডিএএমইউ-এর বিবরণ ও তথ্য চাওয়ার ক্ষমতা: ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলে, যে কোনো সময়ে যে কোনো ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ও লোন সার্ভিসার কোম্পানীকে নির্ধারিত সময়সীমা ও ফরম্যাটে উক্ত কোম্পানীর ব্যবসা, কার্যক্রম বা লেনদেনসংক্রান্ত বিবৃতি, প্রতিবেদন, রিটার্ন বা অন্যান্য তথ্য প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১০. ডিএএমইউ-এর অডিট ও পরিদর্শন পরিচালনার ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট সময়ে সময়ে যে কোনো ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ও লোন সার্ভিসার কোম্পানীর উপর অডিট, পরিদর্শন বা নিরীক্ষা পরিচালনা করিতে পারিবে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে তাহা করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ও লোন সার্ভিসার কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপধারা (১)-এর অধীনে পরিচালিত অডিট, পরিদর্শন বা নিরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট তাহার হেফাজত বা নিয়ন্ত্রণাধীন সকল হিসাব বই, রেকর্ড ও অন্যান্য নথিপত্র প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবে; এবং ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর কার্যাবলি সম্পর্কিত যেকোনো বিবরন, তথ্য বা ব্যাখ্যা উক্ত ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করিবেন।

১১. ডিস্ট্রেসড সম্পদ পুনরুদ্ধারার্থে সমন্বিত বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স গঠন

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং ডিস্ট্রেসড সম্পদ-এর কার্যকর ও সর্বোচ্চ পুনরুদ্ধার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, ডিএএমইউ "Distressed Asset Enforcement Taskforce (DAET)" নামে অভিহিত একটি সমন্বিত টাস্কফোর্স গঠন করিতে পারিবে। তাছাড়া, ডিএএমইউ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানে উল্লেখিত শর্তাবলী ও পদ্ধতিতে টাস্কফোর্সের গঠন, কার্যাবলী, কার্যপ্রণালী, সভা পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক বিষয়সহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়সমূহ নির্ধারিত হইবে।

(২) এই আইন বা বর্তমানে প্রযোজ্য অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, টাস্কফোর্সের কার্যক্রমের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য, নথি ও সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে, এবং এইরূপ তথ্য প্রদান করিতে কোনো প্রকার গোপনীয়তার বাধা প্রযোজ্য হইবে না, তবে শর্ত থাকে যে, তথ্যের ব্যবহার এই আইনের উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৩) এই ধারার অধীনে গৃহীত কোনো কার্যক্রম সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত হইলে, উহা কোনো প্রকার দেওয়ানি বা ফৌজদারি দায়ের ভিত্তি হইবে না।

অধ্যায় ৩: ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা

১২. ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী-কে লাইসেন্স প্রদানের মানদন্ড

কোনো কোম্পানি ডিএএমসি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবার পূর্বে ডিএএমইউ-এর নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। লাইসেন্স প্রদান করিবার ক্ষেত্রে ডিএএমইউ নিম্নবর্ণিত মানদন্ডসমূহ বিবেচনা করিবে, যথা-

(১) ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে কোনো ডিএএমসি-কে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনকারী কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন (paid-up capital) ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম সীমার কম হইবে না এবং উক্ত মূলধন নগদে সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইতে হইবে।

(৩) পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের ব্যাংকিং, আর্থিক সেবা, সম্পদ পুনরুদ্ধার, আইন বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকিবে।

(৪) আবেদনকারী, তাহার পরিচালক ও প্রধান কর্মকর্তাগণ ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত "fit and proper" মানদন্ড পূরণ করিবে।

১৩. ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী-কে লাইসেন্স প্রদান

(১) ডিএএমইউ আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করিয়া সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পনীকে লাইসেন্স প্রদান বা আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স অ-হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং ডিএএমইউ-এর পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর বা ন্যস্ত করা যাইবে না।

১৪. ডিএএমসি-র গঠন, আইনগত অবকাঠামো ও সুশাসন সম্পর্কিত অন্যান্য শর্তাবলী

(১) প্রতিটি ডিএএমসি-কে তার প্রতিষ্ঠাকালীন সময় এবং পরবর্তীতেও নিশ্চিত করিতে হইবে যে পরিচালনা পর্ষদে কমপক্ষে ২০% স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালক থাকিবেন; যারা ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মানদণ্ডের (fit and proper criteria) ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালকগণ, কোম্পানীর প্রমোটার, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, যে কোনো প্রকার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ও সম্পর্ক থেকে মুক্ত থাকিবেন।

(৩) স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালকগণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অডিট কমিটি, সম্পদ ভ্যালুয়েশন কমিটি এবং রেজল্যূশন তত্বাবধায়ন কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) ডিএএমইউ যে-কোনো সময় ডিএএমসি-কে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

(৫) যতক্ষন না পর্যন্ত, ডিএএমসি কার্যকর হইয়াছে মর্মে ডিএএমইউ কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়, ততক্ষন পর্যন্ত কোন ডিএএমসি উহার ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিবে না।

১৫. ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী-এর কার্যাবলিঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিএএমসি নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে:

(১) ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে, ডিএএমসি সরাসরি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণ।

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিস্ট্রেসড সম্পদ ক্রয়, বিক্রয়, সংরক্ষণ, আদায়, এবং পরামর্শ প্রদান, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ঋণ বা অগ্রিম বা বিনিয়োগ গ্রহীতা রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্সিং, আধুনিকায়ন, বিস্তার ও প্রতিস্থাপন (BMRE) বা এই সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান।

(৩) ডিস্ট্রেসড সম্পদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পদ বা জামানত অর্জন, দখল গ্রহণ, সুরক্ষা, নিষ্পত্তিকরণ, লিজ বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে লোন সার্ভিসার কোম্পানী নিয়োগ।

(৪) ডিস্ট্রেসড সম্পদ সংশ্লিষ্ট দায়িকের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন, পোর্টফোলিও এবং সম্পদের পুনর্গঠন।

(৫) মূলধন বা তহবিল বা ফান্ড গঠন বা বৃদ্ধিকল্পে, এক বা একাধিক, দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারী বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী বা ফান্ড/ফান্ড ম্যানেজার-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও ব্যবস্থাপনা।

(৬) ডিস্ট্রেসড সম্পদ সংশ্লিষ্ট দায়িকের ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রয় বা লিজ এবং/বা গৃহীত ঋণের, গুণগত মান বিবেচনাপূর্বক, সম্পূর্ণ বা যে-কোনো অংশ শেয়ারে রূপান্তরকরণ (conversion)।

(৭) ক্রয়কৃত ডিস্ট্রেসড সম্পদ আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপি ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিকে নির্ধারিত মেয়াদ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত ডিস্ট্রেসড সম্পদ-এর পুনর্গঠন।

(৮) ডিএএমসি, ডিএএমইউ অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সকল রেগুলেটরী, ফিডুসিয়ারি এবং তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা মানিয়া চলা।

(৯) ডিএএমসি তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেকোনো ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে এবং এই আইন, ট্রাস্ট দলিল ও ডিএএমইউ কর্তৃক জারিকৃত যেকোনো নির্দেশিকার অধীনে নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে।

(১০) ডিএএমসি ডিস্ট্রেসড সম্পদের সাথে সম্পর্কিত পাওনা আদায়ের জন্য বিচারিক প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম শুরু ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(১১) ডিএএমইউ কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অন্য যেসব ব্যবসা ডিএএমসি কর্তৃক করা যাইতে পারে বলিয়া নির্দিষ্ট করা হয় সেই সকল ব্যবসা পরিচালনা করা:
তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনে বর্ণিত বা ডিএএমইউ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসা ডিএএমসি পরিচালনা করিতে পারিবে না।

১৬. লাইসেন্স বাতিলকরণ

(১) যদি কোনো ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এই আইনের বিধান, প্রণীত বিধিমালা বা লাইসেন্সের শর্তাবলী লঙ্ঘন করে, অথবা অবৈধ অর্থপাচার, জঙ্গিবাদে অর্থায়ন কিংবা জন¯^ার্থবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং এ কারণে তাহার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা অনুচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে ডিএএমইউ কর্তৃক বিষয়টি যথাযথ তদন্তপূর্বক উক্ত কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল, স্থগিত বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীনে ডিএএমইউ কোনো সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ডিএএমসি-কে যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান করিয়া তাহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে লাইসেন্স বাতিলের আদেশে ক্ষুব্ধ কোনো ডিএএমসি, আদেশ জারির তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে, ডিএএমইউ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দাখিল করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আপিল খারিজ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে যুক্তিসঙ্গতভাবে শুনানীর সুযোগ দিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্সের আবেদন প্রত্যাখ্যাত বা বাতিল হওয়া কোনো ডিএএমসি-এর নিকট যদি কোনো যোগ্য বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বা পাওনাদারদের পাওনা বিদ্যমান থাকে, তাহলে অনুরূপ প্রত্যাখ্যান বা বাতিল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কোম্পানী ডিএএমসি হিসেবেই গণ্য হইবে যতদিন না সে সমস্ত পাওনা ও বিনিয়োগ সম্পূর্ণরূপে ফেরত প্রদান করে, এবং এ বিষয়ে ডিএএমইউ যেভাবে নির্দেশ প্রদান করিবে, সেই সময়সীমার মধ্যে তা সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৭. ট্রাস্ট কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ ধারণ

(১) এই আইনের অধীন ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণ, উক্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনা, পুনরুদ্ধার, সিকিউরিটাইজেশন বা বিনিয়োগ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্নিত ট্রাস্ট, এই আইন ও ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইেবে। প্রতিটি ট্রাস্ট একটি ট্রাস্ট দলিল দ্বারা গঠিত হইবে, যাহা রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হইবে; যেখানে ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহন, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন, পুনরুদ্ধার ও বণ্টনের শর্তাবলি সুনির্দিষ্টভাবে বর্নিত থাকিবে।

(৩) এই আইনে বা তদাধীন প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধানে যাহাই বর্ণিত, উল্লেখিত বা নিহিত থাকুক না কেন, কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো ডিস্ট্রেসড সম্পদ কোনো ডিএএমসি কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইলে, উক্ত সম্পদ সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট কর্তৃক ও উক্ত ট্রাস্টের নামে অধিগ্রহণকৃত এবং ধারনকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ট্রাস্ট একটি স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা হইবে এবং উক্ত ট্রাস্টের নামে বা পক্ষে ধারণকৃত সম্পদ, জামানত, নিরাপত্তা স্বার্থ (security interest), এবং সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার ডিএএমসি-এর নিজস্ব বানিজ্যিক সম্পদ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হইবে। তবে, ৪৭ ধারার শর্তাধীনে, সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা থেকে, ট্রাস্ট দলিল অনুযায়ী ডিএএমসি-এর প্রাপ্য অর্থ বা সম্পদ উহার বাণিজ্যিক সম্পদ হিসাবে রূপান্তরিত ও গণ্য হইবে।

(৫) ডিএএমসি কর্তৃক অধিগৃহীত ডিস্ট্রেসড সম্পদ-এর আওতাভূক্ত সকল জামানত, বন্ধক, হাইপোথেকেশন, গ্যারান্টি, চার্জ বা অন্য যে কোনো নিরাপত্তা স্বার্থ, আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে উপধারা (১) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টে ন্যস্ত, হস্তান্তর বা ট্রাস্টের পক্ষে ধারণকৃত হইবে। ট্রাস্ট কর্তৃক ধারনকৃত সম্পদ হইতে প্রাপ্ত সকল আদায়, পুনরুদ্ধার অর্থ, বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা অন্যান্য নগদ প্রবাহ, অত্র আইন, ট্রাষ্ট দলিল এবং পাওনাদারদের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুযায়ী বণ্টিত হইবে।

(৬) ট্রাস্টের অধীনে ধারণকৃত সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থসমূহ আইনগতভাবে ডিএএমসি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ থেকে সম্পূর্ন পৃথক থাকিবে এবং তা দেউলিয়া ঝুঁকি (bankruptcy remote) থেকে সুরক্ষিত থাকিবে। উক্ত সম্পদ ডিএএমসি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনাদারদের দাবির আওতাভুক্ত হইবে না।

(৭) ডিএএমসি, উক্ত ট্রাস্টের ম্যানেজার হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, এবং ট্রাস্টের পক্ষে সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আদায় কার্যক্রম, প্রয়োগ (enforcement) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করিতে পারিবে। ডিএএমসি কর্তৃক ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্টের পক্ষে ও অনুকুলে সম্পাদিত বলিয়া গন্য হইবে।

(৮) ডিএএমসি ও ট্রাস্টের মধ্যে সম্পর্ক, অধিকার ও দায়, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ফি বা পারিশ্রমিক, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি, ট্রাস্ট ডিড, প্রযোজ্য চুক্তি এবং ডিএএমইউ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান বা নির্দেশনার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

(৯) এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টে ন্যস্ত কোনো সম্পদ, জামানত বা নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে, প্রচলিত অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর বিধান থাকিলেও, এই ধারার বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

১৮. ডিএএমসি কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ

ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী, ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত উপায়ে তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে, যথা:

(১) দেশি বা বিদেশি উৎস হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে;

(২) দেশি বা বিদেশি পুজিবাজারে শেয়ার, বন্ড/ডিকেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে;

(৩) জয়েন্ট ভেঞ্চার, স্কিম বা অনুরূপ কোনো বিনিয়োগ কাঠামোর মাধ্যমে, দেশী বা বিদেশি যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন বা সিকিউরিটি সার্টিফিকেট বা অনুরূপ কোনো আর্থিক সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যু করে।

(৪) বিদ্যমান আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ডিএএমসি তার অধিগৃহীত বা ব্যবস্থাপনায় থাকা সম্পদ সিকিউরিটাইজেশনের মাধ্যমে।

(৫) কোনো ডিএএমসি তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোনো তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২৩ এর অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানী হইতে কোনো প্রকার ঋণ, অগ্রীম, বিনিয়োগ, গ্যারান্টি বা কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৬) এই ধারার অধীনে ইস্যুকৃত সিকিউরিটি সার্টিফিকেট বা আর্থিক সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যুর প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি, , রিডেম্পশন, ট্রান্সফার, সিকিউরিটাইজেশন, বিনিয়োগকারীর অধিকার ও দায় এবং এ-সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি, ডিএএমইউ কর্তৃক সময় সময় প্রণীত প্রবিধান, নির্দেশনা বা গাইডলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

অধ্যায় ৪: লোন সার্ভিসার কোম্পানী প্রতিষ্ঠা

১৯. লোন সার্ভিসার কোম্পানী (Loan Servicer Company)-নিয়োগ, লাইসেন্সিং ও কার্যাবলি

(১) এই আইনের অধীনে ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে অধিকতর দক্ষ, পেশাদার ও ফলপ্রসূ করিবার উদ্দেশ্যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং/বা ডিএএমসি প্রয়োজনবোধে লোন সার্ভিসার কোম্পানী-কে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪'-এর অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানী, ডিএএমইউ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী ও পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইলে, লোন সার্ভিসার কোম্পানী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লোন সার্ভিসার কোম্পানি কার্যকর হইয়াছে এই মর্মে 'ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়, সে পর্যন্ত উহার ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিবে না।

(৩) লোন সার্ভিসার কোম্পানী-এর অনুমোদিত কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা-

(ক) ঋণগ্রহীতার সাথে যোগাযোগ, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন বা সমঝোতা প্রক্রিয়া পরিচালনা;

(খ) ঋণ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ;

(গ) সম্পদ অনুসন্ধান (asset tracing), মূল্যায়ন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা;

(ঘ) আইনগত কার্যক্রম (litigation) পরিচালনায় সহায়তা প্রদান, তবে নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে না, যদি না সংশ্লিষ্ট ডিএএমসি লিখিতভাবে অনুমোদন প্রদান করে;

(ঙ) ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান, তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান;

(চ) ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সহায়ক কার্যাবলি সম্পাদন।

(৪) কোন লোন সার্ভিসার কোম্পানী কোনো অবস্থাতেই-

(ক) ডিস্ট্রেসড সম্পদ নিজ নামে গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি না পৃথক আইনি কাঠামোর অধীনে অনুমোদিত হয়;

(খ) জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ বা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না;

(গ) কোনো প্রকার জবরদস্তিমূলক বা বেআইনি পন্থায় ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না;

২০. লোন সার্ভিসার কোম্পানির আচরণবিধি

(১) ডিএএমইউ, লোন সার্ভিসার কোম্পানিসমূহের জন্য একটি "আচরণবিধি" (Code of Conduct) প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে।

(২) উক্ত আচরণবিধিতে বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) গ্রাহক সুরক্ষা (Consumer Protection) সংক্রান্ত নীতিমালা;

(খ) তথ্য গোপনীয়তা ও ডেটা সুরক্ষা (Data Privacy) নিশ্চিতকরণ;

(গ) স্বচ্ছ ও আইনসম্মত ঋণ আদায় পদ্ধতি (Fair Collection Procedure); এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতিমালা ও প্রক্রিয়া।

(৩) সকল লোন সার্ভিসার কোম্পানি উক্ত আচরণবিধি অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং কোনো ব্যত্যয় ঘটিলে ডিএএমইউ, প্রয়োজনীয় যে কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২১. ডিএএমইউ লোন সার্ভিসার কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, গঠন, সুশাসন ও কার্যবলী ডিএএমইউ কর্তৃক প্রনীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অধ্যায় ৫: ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণ

২২. ডিএএমসি কর্তৃক ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণ

(১) কোন ডিএএমসি, যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে, সমঝোতার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারনপূর্বক, বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে সরাসরি ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু&ুই বলা থাকুক না কেন, ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণের জন্য যেকোনো ডিএএমসি বিক্রয় চুক্তির সময় কেবলমাত্র সম্পূর্ন নগদ অর্থের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিবে।

(৫) এই ধারার অধীনে অধিগ্রহণকৃত ডিস্ট্রেসড সম্পদ ডিএএমইউ-এর নিকট যথাযথভাবে রিপোর্ট করিতে হইবে এবং ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পন্ন করিতে হইবে।

২৩. ডিস্ট্রেসড সম্পদে অধিকার ও স্বার্থের অধিগ্রহণ

(১) যদি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো ডিস্ট্রেসড সম্পদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা হয় এবং উক্ত সম্পদ কোনো ডিএএমসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন ট্রাষ্টের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়, তবে উক্ত ট্রাষ্ট-কে ঐ সম্পদের ঋণদাতা হিসেবে গণ্য করা হইবে এবং উক্ত ডিস্ট্রেসড সম্পদের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল অধিকার ট্রাষ্ট-র উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ক্রয়কৃত কোনো সম্পদের ক্রয়মূল্যের অনাদায়ী অংশ আদায়ের জন্য, অথবা ঋণগ্রহীতা কর্তৃক কোনো দৃশ্যমান সম্পদ অধিগ্রহণে সহায়তা করিবার জন্য অথবা অদৃশ্যমান সম্পদের হস্তান্তর বা লাইসেন্স গ্রহনের জন্য প্রদত্ত কোনো ঋণের নিশ্চয়তা স্বরূপ যদি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো দৃশ্যমান সম্পদ বা অদৃশ্যমান সম্পদের উপর কোনো অধিকার, মালিকানা বা স্বার্থ ধারণ করে থাকে, তাহলে উপ-ধারা (১)-এর অধীনে উক্ত সম্পদ অধিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অধিকার, মালিকানা বা স্বার্থ ট্রাষ্ট-এ ন্যস্ত হইবে।

(৩) যদি এই আইনে ভিন্নভাবে নির্ধারিত না থাকে, তবে ডিস্ট্রেসড অ্যাসেটের সাথে সম্পর্কিত সকল চুক্তি, দলিল, বন্ড, সমঝোতা স্মারক, পাওয়ার-অফ-অ্যাটর্নি, অনুমতিপত্র, অনুমোদন, সম্মতি বা অনাপত্তি, যা এই আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্ট-এর পক্ষে বা বিপক্ষে সম্পূর্ণ বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে। উক্ত উপকরনসমূহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে ভাবে কার্যকর ও প্রয়োগযোগ্য হইত ট্রাষ্ট-র ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনিভাবে কার্যকর ও প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৪) যদি কোনো ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণের তারিখে ঐ সম্পদের সাথে সম্পর্কিত কোনো মামলা, আপিল, রিভিউ, রিভিশন বা অন্য কোনো প্রকার বিচারাধীন কার্যক্রম আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা তার বিরুদ্ধে চলমান থাকে, তবে উক্ত অধিগ্রহণের কারণে তা বাতিল, স্থগিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না; বরং উক্ত মামলা, আপিল, রিভিউ, রিভিশন বা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক বা তার বিরুদ্ধে অব্যাহত, পরিচালিত ও বলবৎ থাকিবে।

(৫) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণের পর, ট্রাষ্ট চলমান কোনো বিচারাধীন কার্যক্রম বা অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট তার নাম প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২৪. ঋণগ্রহীতার প্রতি নোটিশ প্রদান এবং তার দায়বদ্ধতার অবসান

(১) কোনো ডিএএমসি কর্তৃক ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহনের অব্যবহিত পরে অধিগ্রহন সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট মালিকানা/চার্জ নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষকে, যেমন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, রেজিস্ট্রার অব কোম্পানীজ, ইত্যাদি, নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিস্ট্রেসড অ্যাসেটের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নোটিশ প্রদানের পর, ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট ডিএএমসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ট্রাষ্ট-এর নিকট তার দায় পরিশোধ করিবে। এরূপে ঋণগ্রহীতা কর্তক সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্ট-কে সম্পূর্ন অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ন দায়-দায়িত্বের পূর্ণ অবসান হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে বর্ণিত নোটিশ প্রদান করিবার পর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত যেকোনো অর্থ বা সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ডিএএমসি-এর ট্রাস্টের অধিভূক্ত সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হইবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত অর্থ বা সম্পত্তি সংরক্ষণ করিবে এবং তা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ডিএএমসি-র নির্ধারিত ট্রাস্ট বরাবর হস্তান্তর বা প্রদান করিবে।

অধ্যায় ৬: ডিএএমসি কর্তৃক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া

২৫. ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপঃ

বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেনো, কোনো ডিএএমসি ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা -

(১) ঋণগ্রহীতার নিকট হতে প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি ও পুনঃনির্ধারণ;

(২) দায়বদ্ধকৃত সম্পদের দখল গ্রহণ এবং লিজ, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার বাস্তবায়ন করা;

(৩) ঋণগ্রহীতার ব্যবসার ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা;

(৪) ঋণগ্রহীতা কোম্পানীর ঋণের কোনো অংশকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করা;

(৫) তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার এবং/বা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আদায়;

(৬) ঋণগ্রহীতার ব্যবসা বা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ, ও পরিচালনা;

(৭) এই আইনের বিধান অনুযায়ী ডিস্ট্রেসড সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) অর্থঋন আদালত আইন, ২০০৩ সহ অন্যান্য আইনের অধীনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ও প্রতিকার কার্যকর করা;

(৯) উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়ার বাহিরেও ডিএএমইউ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী ও পদ্ধতিতে গৃহীত যেকেনো পদক্ষেপ।

২৬. ঋণগ্রহীতার প্রদেয় বকেয়া নিষ্পত্তি

(১) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে বিদ্যমান ভিন্ন কোনো বিধান সত্বেও, কোন ডিএএমসি ঋণগ্রহীতার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার মূলধন, সুদ, ফি, চার্জ এবং অন্যান্য অর্থসহ প্রদেয় সমস্ত বকেয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্তাবলীর ভিত্তিতে একটি নিষ্পত্তি চুক্তিতে প্রবেশ করিতে পারিবে।
তবে শর্ত থাকে যে, ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত যে কোনো ছাড় (waiver) বা রাইট-অফ (write-off) সংক্রান্ত নিষ্পত্তির জন্য ডিএএমইউ-এর পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে নিষ্পত্তি সম্পন্ন হইলে -
   (ক) ঋণগ্রহীতা চুক্তিতে বর্ণিত দায়ের অতিরিক্ত দায় হইতে বিমুক্ত হইবে;
   (খ) ডিএএমসি একটি ‘দায়মুক্তি’ সনদ (No-Dues Certificate) বা সমতুল্য স্বীকৃতি প্রদান করিবে;
   (গ) চুক্তিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী নিরাপত্তা জামানত বিমুক্ত করা হইবে।

(৩) উপধারা (১) এ বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে সম্পাদিত আপোষমূলক নিষ্পত্তি-চুক্তিসমূহ, বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৪) যেখানে ঋণ আদায় সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম বিচারাধীন রহিয়াছে, সেখানে উপধারা (১)-এ বর্ণিত ঋণগ্রহীতার সঙ্গে সম্পাদিত যেকোনো আপোষমূলক নিষ্পত্তি-চুক্তি, সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতের নিকট সোলেনামা দাখিল এবং তদনুসারে ‘সম্মত ডিক্রি’ (Consent Decree) প্রাপ্তির মাধ্যমে কার্যকর হইবে।

২৭. ঋণগ্রহীতার প্রদেয় ঋণের পুনঃতফসিলীকরণ বা পুনর্গঠন

(১) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইন, চুক্তি বা দলিলে ভিন্ন কোনো বিধান থাকা সত্বেও, কোন ডিএএমসি এই আইনের বিধান অনুযায়ী ঋণের শর্তাবলি - যেমন প্রদেয় অর্থের পরিমাণ, সুদ, মেয়াদ, পরিশোধের সময়সূচি, জামানত বা অন্য যেকোনো অঙ্গীকার, পুনঃতফসিলীকরণ, পুনর্গঠন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত পুনঃতফসিলীকরণ বা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে —
   (ক) দায় পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি;
   (খ) ঋণের কোনো অংশকে ইকুইটি বা অন্যান্য আর্থিক উপকরণে রূপান্তর;
   (গ) সুদ হ্রাস বা মওকুফ;
   (ঘ) মূলধন হ্রাস; অথবা
   (ঙ) জামানতের প্রকৃতি, ধরন বা কাঠামোতে পরিবর্তন বা বিকল্প জামানত প্রদান।

(৩) মূলধন বা সুদের পরিমান হ্রাসের ক্ষেত্রে ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত হ্রাসের জন্য ডিএএমইউ-এর পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে পুনঃতফসিলীকরণ বা পুনর্গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিএএমসি ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে।

(৫) এই ধারার অধীনে কোনো ঋণের পুনঃতফসিলীকরণ বা পুনর্গঠন কার্যক্রম ডিএএমসি-এর কোনো অধিকার মওকুফ বা বিলুপ্তি হিসেবে গণ্য হইবে না, যদি না সংশ্লিষ্ট পুনঃতফসিলীকরণ বা পুনর্গঠন চুক্তিতে উক্তরূপ মওকুফ বা বিলুপ্তির বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

২৮. ঋণগ্রহীতার সম্মতিতে ঋণের দায়কে ইকুইটিতে রূপান্তর

(১) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স, ১৯৬৯ অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধান সত্ত্বেও, ঋণের দায় পরিশোধের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতা কোম্পানী এবং ডিএএমসি পারস্পরিক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে বকেয়া ঋণের সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশ ঋণগ্রহীতা কোম্পানীর সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত চুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে, ঋণগ্রহীতা কোম্পানী কর্তৃক হস্তান্তরিত বা ইস্যুকৃত শেয়ার ডিএএমসি-এর সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টের অনুকূলে বৈধভাবে ইস্যুকৃত ও বরাদ্দকৃত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং ভিন্নভাবে সম্মত না হইলে, উক্ত শেয়ারসমূহ একই শ্রেণির বিদ্যমান শেয়ারের সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন (pari passu) হইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে সম্পাদিত যেকোনো রূপান্তর সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, তাহার শেয়ারহোল্ডারগণ এবং পাওনাদারদের উপর বাধ্যতামূলক হইবে; এবং এরূপ রূপান্তরের বৈধতা বা কার্যকারিতার জন্য কোনো আদালতের আদেশের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) উপধারা (১)-এর অধীনে ঋণকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরের ক্ষেত্রে শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে, অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিএএমইউ কর্তৃক স্বীকৃত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সম্পাদিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে; এবং উক্ত মূল্যায়ন ডিএএমসি, সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট এবং ঋণগ্রহীতা কোম্পানীর জন্য চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হইবে, যদি না লিখিতভাবে ভিন্নভাবে সম্মত হয়।

২৯. তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার: বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্ন কোনো বিধান থাকিলেও, ডিএএমসি কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট ঋণগ্রহীতার প্রাপ্য বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য অর্থ থেকে ঋণের বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩০. ঋণগ্রহীতার ব্যবসা বা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও উহার প্রভাব

(১) বর্তমানে বলবৎ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ বা অন্য কোনো আইনের বিধান সত্ত্বেও, যেখানে ঋণগ্রহীতা কোনো নিবন্ধিত কোম্পানী অথবা যেখানে দায়বদ্ধ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ঋণগ্রহীতার ব্যবসা বিদ্যমান থাকে, সেখানে ডিএএমসি বকেয়া দায় পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যবসার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকল্পে উক্ত কোম্পানী বা ব্যবসার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বে, ডিএএমসি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে ঋণগ্রহীতাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে, যেখানে -

(ক) বকেয়া ঋণের বিস্তারিত বিবরণ;
(খ) যে ব্যবসার ব্যবস্থাপনা গ্রহন করা হইবে তার বিস্তারিত বিবরন;
(গ) ব্যবস্থাপনা গ্রহণের অভিপ্রায়; এবং
(ঘ) ন্যূনতম ষাট (৬০) দিনের সময়সীমা উল্লেখ থাকিবে, যাহার মধ্যে ঋণগ্রহীতা উক্ত ঋণ পরিশোধ বা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (২)-এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ বা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, ডিএএমসি, ডিএএমইউ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী এক বা একাধিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ম্যানেজিং এজেন্ট বা লোন সার্ভিসার কোম্পানিকে উপধারা (৬)-এ বর্ণিত পদে নিয়োগ করিয়া উক্ত কোম্পানী বা ব্যবসার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীনে নিয়োগ প্রদানের পূর্বে, ডিএএমসি একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে; এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) ঋণগ্রহীতা যদি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী হয়, তবে ডিএএমসি উক্ত কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং অন্য ক্ষেত্রে ডিএএমসি উক্ত ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৬) উপধারা (৪)-এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে -

(ক) বিদ্যমান পরিচালক বা ব্যবস্থাপকগণের পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) বিদ্যমান পরিচালক বা ব্যবস্থাপকগণের সহিত সম্পাদিত ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সকল চুক্তি বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শেয়ারহোল্ডারগণ ডিএএমইউ-এর পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো পরিচালক নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন বা কোম্পানির অবসায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৭) যখন কোনো ঋণগ্রহীতা, যা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত একটি কোম্পানী, তার ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ডিএএমসি গ্রহণ করিবে, তখন কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ বা উক্ত কোম্পানীর স্মারকলিপি বা সংঘবিধিতে ভিন্ন কিছু বলা থাকিলেও -

(ক) উক্ত কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে নতুন পরিচালক মনোনীত বা নিয়োগ করা আইনসঙ্গত হইবে না;

(খ) উক্ত কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের কোনো সভায় গৃহীত প্রস্তাব ডিএএমসি-র অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হইবে না।

(৮) এই ধারার অধীনে ব্যবস্থাপনা গ্রহণের পর -

(ক) ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত সকল আয়, মুনাফা এবং অর্থ নির্ধারিত নিয়মে পরিচালন ব্যয়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছওই কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ লভ্যাংশসহ পরিশোধ এবং ঋণের দায় ও অন্যান্য খরচ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হইবে; এবং

(খ) ডিএএমসি উক্ত ব্যবস্থাপনা ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় রাখিবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিএএমসি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণের দিন পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবে লিপিবদ্ধ আদায়যোগ্য বকেয়া ও আইনসংগত সকল পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয়।

(৯) সব ধরনের দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হইলে, ডিএএমসি -

- (ক) সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বা ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ঋণগ্রহীতা বা আইনগত মালিকের নিকট ফিরাইয়া দিবে; অথবা
- (খ) এই আইন বা ঋণগ্রহীতার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১০) উপধারা (৩) ও (৫)-এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ম্যানেজিং এজেন্ট বা লোন সার্ভিসার কোম্পানিকে ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মানদণ্ড (fit and proper criteria) পূরণ করিতে হইবে।

(১১) এই ধারার অধীনে ডিএএমসি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো পরিচালক, প্রশাসক, ম্যানেজিং এজেন্ট বা লোন সার্ভিসার কোম্পানি সৎ বিশ্বাসে কর্তব্য পালন করিলে, তাহার কোনো কার্য বা অবহেলার জন্য দেওয়ানি বা ফৌজদারি দায়ে অভিযুক্ত হইবেন না; তবে প্রতারণা, অসৎ উদ্দেশ্য, গুরুতর অবহেলা বা ক্ষমতার অপব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত দায়মুক্তি প্রযোজ্য হইবে না।

(১২) ডিএএমসি যে সব ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার কোম্পানী বা ব্যবসার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ঘটাইয়াছে বা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিয়াছে, সেগুলো ডিএএমইউ-কে রিপোর্ট করিবে।

(১৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর বিধানাবলীর উপর এই ধারার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায় ৭ : আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে দায়বদ্ধকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার

৩১. ডিএএমসি কর্তৃক কতিপয় দায়বদ্ধকৃত সম্পত্তি বিক্রয়:

(১) অর্থঋন আদালত আইন ২০০৩ বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ডিস্ট্রেসড সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো ডিএএমসি আদালতে কোনো মামলা দায়েরের পূর্বেই দায়বদ্ধকৃত যে কোনো সম্পত্তি অত্র অধ্যায়ে বর্নিত প্রক্রিয়ায় বিক্রয় করিতে পারিবে।

(২) আপাততঃ বলবত অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো lien, pledge, hypothecation অথবা mortgage দলিলে অথবা ভিন্ন কোনো দলিলের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে দ্বায়বদ্ধকৃত কোনো সম্পত্তির বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া থাকুক বা না থাকুক এই ধারার অধীন ডিএএমসি সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্টের অনুকুলে দায়বদ্ধকৃত যে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে বিক্রয় করিতে পারিবে।

৩২. দায়বদ্ধকৃত সম্পত্তির দখল গ্রহন: এই ধারার অধীন গৃহীত কার্যক্রমের সুবিধার্থে দায়বদ্ধকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্বে ডিএএমসি সংশ্লিষ্ট স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করিবেন। যে সকল সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ ডিএএমসি-এর অনুকুলে নেই, ডিএএমসি লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে ঋণ-গ্রহীতা অনুরূপ দখল ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে ডিএএমসি-এর অনুকূলে সমর্পণ করিবে।

৩৩. দখল সংক্রান্ত নোটিশ:

(১) ধারা ৩১ অনুসারে ঋণ-গ্রহীতা তার দখলাধীন সম্পত্তির দখল ডিএএমসি-এর অনুকূলে সমর্পণ না করিলে ডিএএমসি ৩৫ ধারার শর্তাধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল গ্রহনের উদ্যগ গ্রহন করিতে পারিবে। তবে, অত্র ধারা অনুযায়ী দখল গ্রহনের পূর্বে ডিএএমসি-এর তার রেকর্ডে সংরক্ষিত দায়ীক বা ঋণ-গ্রহীতার সর্বশেষ ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অত্র অধ্যায়ে গৃহীত দখল গ্রহন ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম বর্ননা করে ৩০ কার্য দিবসের সময়দান পূর্বক নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(২) তবে, যদি ঋণ-গ্রহীতা বা তার পক্ষ থেকে নোটিশ গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নোটিশ গ্রহণ এড়িয়ে যায় বা অন্য কোনো কারণে উপরোক্তভাবে নোটিশ প্রদান সম্ভব নয়, তবে এরূপ নোটিশ ডিএএমসি নিজ খরচে বহুল প্রচারিত একটি দৈনিক বাংলা ও একটি দৈনিক ইংরেজী জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবেন।

৩৪. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা গ্রহন

(১) ধারা ৩২ এর অধীনে সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহনে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হইলে ডিএএমসি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফনামাসহ দরখাস্ত করিয়া উক্ত সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহনে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং অনুরূপভাবে অনুরূদ্ধ হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা তাহার মনোনীত কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উক্ত সম্পত্তি ডিএএমসি-এর অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে বন্ধক বা দায়বদ্ধ থাকার বিষয়ে প্রমান সাপেক্ষে, উহার দখল ও নিয়ন্ত্রণ ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ-গ্রহীতা হইতে উদ্ধার করিয়া ডিএএমসি-এর অনুকূলে সমর্পণ করিবেন।

(২) উপধারা (১) এর বিধান সত্বেও কোন সম্পত্তির দখল গ্রহনের জন্য ডিএএমসি অত্র আইনের ধারা ১১ বর্নিত এনফোর্সমেন্ট টাস্ক ফোর্সের সহযোগিতার মাধ্যমে দখল গ্রহন নিশ্চিত করিবার জন্য ডিএএমইউ-কে লিখিত অনুরোধ করিতে পারিবে।

৩৫. অন্য কোনো আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, যদি ডিএএমসি-এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো দায়বদ্ধকৃত সম্পত্তি বা অর্থ কোনো দেওয়ানী বা ফৌজিদারী আদালত, ট্রাইব্যুনাল, বা সরকারি কর্তৃপক্ষের হেফাজতে, নিয়ন্ত্রণে বা এখতিয়ারে থাকে, তাহলে ডিএএমসি উক্ত সম্পত্তির উপড়, ধারা ৪৬ এর অধীনে তার অগ্রাধিকার দাবিপূর্বক, বকেয়া ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট আদালত অথবা কর্তৃপক্ষ বরাবর উক্ত সম্পত্তি বা অর্থ ডিএএমসি-এর অনুকুলে হস্তান্তর বা অবমুক্ত করিবার আদেশ চাইতে পারিবেন।

৩৬. ডিএএমসি কর্তৃক দায়বদ্ধকৃত বিভিন্ন প্রকার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদের দখল গ্রহনের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও প্রণালী, ডিএএমইউ কর্তৃক সময় সময় প্রণীত প্রবিধান, নির্দেশনা বা গাইডলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৩৭. সম্পত্তির বাজার মূল্য ও রিজার্ভ মূল্য নির্ধারন:

(১) অত্র ধারায় সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্বে, ডিএএমসি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ট্রাষ্টের খরচে সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত মূল্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট ডিএএমসি, ডিএএমইউ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্বতিতে রিজার্ভ মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

(২) উপধারা (১) এ নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্য ও তৎপরবর্তী বিক্রয় কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক, ডিএএমসি রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে দায়ীক-কে নোটিশ প্রেরন করিবেন এবং উক্ত নোটিশে উল্লেখ করিবেন যে, দায়ীক ইচ্ছা করলে নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পাওনা টাকা পরিশোধ করিতে পারিবেন বা নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্য প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবমুক্ত করিতে পারিবেন; অন্যথায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে।

(৩) উপধারা (২) এর অধীনে প্রদত্ত কোন নোটিশের জবাবে দায়ীক কর্তৃক উত্থাপিত রিজার্ভ মূল্য সংক্রান্ত কোন আপত্তি দায়ীক পরবর্তীতে কোন আদালতে, আপীলে বা অন্য কোন বিচারিক কার্যক্রমে আত্মপক্ষ সমর্থনে বা সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৩৮. সম্পত্তি বিক্রয় প্রক্রিয়া

(১) ডিএএমসি-এর দখলে থাকা দায়বদ্ধকৃত যে কোনো প্রকার সম্পত্তি ডিএএমসি নিম্নলিখিত যেকোনো পদ্ধতিতে ট্রাষ্টের পক্ষে বিক্রয় করিতে পারিবেন:

(ক) অনুরূপ সম্পদের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট থেকে কোটেশন গ্রহণ করে;
(খ) জনগণের নিকট হতে টেন্ডার আহ্বান করে;
(গ) সার্বজনীন নিলাম (open-auction) আয়োজনের মাধ্যমে;
(ঘ) দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে।

(২) উপধারা (১) বর্নিত পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ধারা ৪২ এর শর্তাধীনে, কোনোভাবেই নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে না।

৩৯. দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয়: ডিএএমসি আগ্রহী ক্রেতাগনের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে, ধারা ৩৭(২) এর শর্তাধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৪০. কোটেশন গ্রহনের মাধ্যমে বিক্রয়: অনুরূপ সম্পদের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট থেকে লিখিত কোটেশন গ্রহনের মাধ্যমে দায়বদ্ধকৃত সম্পত্তি, ধারা ৩৭(২) এর শর্তাধীনে, বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৪১. টেন্ডার বা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন: যদি দায়বদ্ধকৃত সম্পদ জনসাধারণের নিকট থেকে টেন্ডার আহ্বান বা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়, সে ক্ষেত্রে, ধারা ৩৭(২) এর শর্ত সাপেক্ষে, বাদীর খরচে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ হইতে অন্যুন ১৫ (পনের) দিবসের সময় দিয়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রমতে সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান বা নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

৪২. ডিএএমসি কর্তৃক ধারা ৩৭ এর অধীনে পরিচালিত কোনো সম্পত্তি বিক্রয় কার্যক্রমের পদ্ধতি, অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া, জামানতের পরিমান, বিক্রয়মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি ও সময়সীমা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জরিমানা বা অন্যান্য ব্যবস্থা, এবং এ-সংক্রান্ত সকল আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি, ডিএএমইউ কর্তৃক সময় সময় প্রণীত প্রবিধান, নির্দেশনা বা গাইডলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪৩. রিজার্ভ মূল্য পুনঃনির্ধারন ও বিক্রয়

(১) যে ক্ষেত্রে রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যের প্রস্তাব পাওয়া যায়না, সেক্ষেত্রে ডিএএমসি রিজার্ভ মূল্য সর্বোচ্চ ১০% হ্রাস করে নতুন রিজার্ভ মূল্য নির্ধারন করে ধারা ৩৭ এ বর্নিত পদ্ধতিতে পুনরায় বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করিবে। তবে যদি পূর্ববর্তী কোনো বিক্রয় কার্যক্রমে সর্বোচ্চ দরদাতার প্রস্তাবিত মূল্য, ১০% হ্রাস করে নির্ধারিত নতুন রিজার্ভ মূল্যের থেকে বেশী হয় সেক্ষেত্রে ডিএএমসি উক্ত পূর্ববর্তী কোনো বিক্রয় কার্যক্রমের সর্বোচ্চ দরদাতাকে সংশ্লিস্ট সম্পত্তি ক্রয়ের আহব্বান করিতে পারেন। এরূপে আহুত দরদাতা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পুর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাঁহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে।

(২) উপধারা (১) এর কার্যক্রমের সময় নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যের প্রস্তাব পাওয়া না গেলে, ডিএএমসি উপধারা (১) এবং এর পূর্ববর্তী যে কোনো বিক্রয় কার্যক্রমের সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি খরিদ করিতে আহ্বান করিবে;

এবং সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পর সম্পুর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাঁহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের অর্থ ডিএএমসি তাহার দাবীর সহিত সমT^য় করিবেন।

৪৪. ডিএএমসি কর্তৃক নিজ নামে সম্পত্তি ক্রয়

(১) ধারা ৪২ এর বিধান অনুসারে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, ডিএএমসি, বিক্রয় কার্যক্রমের যে কোনো পর্যায়ে প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ মূল্যে উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে ক্রয় করিতে পারিবে, এবং এরূপ ক্রয়মূল্য সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্ট বরাবর পরিশোধপূর্বক, ঋন গ্রহীতার নিকট হইতে প্রাপ্য অনাদায়ী টাকার সহিত সমT^য় করিয়া অপরিশোধিত দাবী আদায় করিতে পারিবে।

(২) কোন সম্পত্তি ধারা ৪২ এর বিধান অনুসারে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, এবং উপধারা (১) এর অধীনে উক্ত সম্পত্তি ডিএএমসি নিজ নামে ক্রয় করিতে না চাহিলে; ডিএএমসি আদালতের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

৪৫. বিক্রয় পরবর্তী কার্যক্রম

(১) যে ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিক্রয় হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য পরিশোধের পর, ডিএএমসি ক্রেতাকে বিক্রয় সনদপত্র প্রদান করিবেন যেখানে বিক্রয়কৃত সম্পদ, পরিশোধিত মূল্য এবং ক্রেতার নাম উল্লেখ থাকবে। এরূপ বিক্রয় সনদপত্র ¯^ত্বের প্রাথমিক দলিল হিসাবে গণ্য হইবে; এবং ডিএএমসি উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার বা নিবন্ধনকারী অফিসে নিবন্ধনের জন্য প্রেরণ করিবে।

(২) বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারীকৃত সনদপত্রের মাধ্যমে হস্তান্তর বা নিবন্ধন বাবদ কোনো প্রকার ভ্যাট, কর বা রেজিষ্ট্রেশন ফি আদায়যোগ্য হইবে না।

(৩) আপাততঃ বলবত অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন ডিএএমসি কর্তৃক lien, pledge, hypothecation অথবা mortgage এর অধীন জামানতী স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হইলে, উক্ত বিক্রয় ক্রেতার অনুকূলে বৈধ স্বত্ব সৃষ্টি করিবে এবং ক্রেতার ক্রয়কে কোনোভাবেই তর্কিত করা যাইবে না:
তবে শর্ত থাকে যে, ডিএএমসি কর্তৃক বিক্রয় কার্যক্রমে কোনোরূপ অবৈধতা বা পদ্ধতিগত অনিয়ম থাকিলে, জামানত প্রদানকারী ঋণ-গ্রহীতা ডিএএমসি-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন।

অধ্যায় ৮ : পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়াবলী

৪৬. অর্থঋণ আদালতের এখতিয়ার ও প্রযোজ্যতা:

(১) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ বা অন্য কোনো আইনে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য ও বিধান অর্থঋণ আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করিবার জন্য, ডিএএমউ কর্তৃক যথাযথভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিএএমসি কর্তক অত্র আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত যে কোনো ট্রাস্ট-কে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২(ক) নং ধারার অর্থে একটি "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" হিসেবে গণ্য করা হইবে; এবং উক্ত আইনের অধীন যেসব অধিকার, প্রতিকার, প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য, তাহা ট্রাষ্ট-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের যেকোনো উদ্দেশ্য ও বিধান বলবৎকরণ, বকেয়া আদায়, সম্পত্তি জব্দ ও বিক্রয়, অপব্যবহৃত বা আত্মসাৎকৃত অর্থ অনুসন্ধান, তৃতীয় পক্ষ হইতে পুনরুদ্ধার, অথবা ঋণঘাটতি আদায়ের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্ট অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত অর্থঋণ আদালতে আইন মোতাবেক মামলা বা আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

(৩) অর্থঋণ আদালত, এই আইনের উদ্দেশ্যে, অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর অধীন যেসব ক্ষমতা, এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব প্রাপ্ত, তাহা এমনভাবে প্রয়োগ করিবে, যেন এই আইনের অধীনে উদ্ভূত বিষয়াবলি উক্ত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনেই উদ্ভূত।

(৪) এই ধারার অধীন গৃহীত কোনো কার্যধারা কোনো ট্রাষ্টকে -

(ক) অন্য কোনো দেওয়ানি আইনের অধীনে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহন করা, অথবা

(খ) অপব্যবহার, আত্মসাৎ, প্রবঞ্চনা বা অসাধু অর্থ স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রযোজ্য ফৌজদারি বা রেগুলেটরী আইনের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে বারিত করিবে না।

(৫) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ বা অন্য কোন আইনের কোনো বিধান এই আইনের কোনো বিধাে‍েনর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে, এই আইনের বিধানই প্রাধান্য পাইবে।

৪৭. সম্পদের উপর অগ্রাধিকারমূলক অধিকার (Priority Claim) ও প্রথম দায় (First Charge)

(১) এই আইন বা অন্য কোনো বিদ্যমান আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ডিএএমসি-এর নিকট হস্তান্তরিত বা ন্যস্তকৃত ডিস্ট্রেসড সম্পদ সংক্রান্ত যেকোনো দাবী বা পাওনার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির উপর সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্ট-এর দাবী একটি প্রথম দায় (first charge) এবং অগ্রাধিকারমূলক অধিকার (priority claim) হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর বিধান অনুসারে, ট্রাষ্ট-এর উক্ত দাবী নিম্নবর্ণিত যে কোনো দাবী, দায় বা আদেশের উপর প্রাধান্য পাইবে, যথা-

(ক) যেকোনো কর, শুল্ক, ভ্যাট বা অন্যান্য সরকারি রাজস্ব দাবী;

(খ) দুর্নীতি দমন, সম্পদ জব্দ বা বাজেয়াপ্তকরণ সংক্রান্ত কোনো কর্তৃপক্ষের দাবী বা আদেশ;

(গ) অন্য কোনো আইন বা কর্তৃপক্ষের অধীনে সৃষ্ট চার্জ, লিয়েন বা দায়;

তবে শর্ত থাকে যে, ফৌজদারি কার্যধারার অধীনে আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদান করা হইলে, উক্ত আদেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ট্রাষ্ট সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা গ্রহণ করিবে।

(৩) কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা সম্পত্তি জব্দ, ফ্রিজ বা নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ সত্ত্বেও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালত বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, ট্রাষ্ট উক্ত সম্পদের উপর তাহার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীনে ট্রাষ্টের পক্ষে ডিএএমসি কর্তৃক সম্পাদিত কোনো সম্পদ বিক্রয়, হস্তান্তর বা বাস্তবায়ন কার্যক্রম আইনগতভাবে বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা দ্বারা পূর্ববর্তী সকল নিম্ন অগ্রাধিকারসম্পন্ন দায়, চার্জ বা দাবি বিলুপ্ত হইবে।

(৫) ডিএএমসি কর্তৃক অধিগৃহীত কোনো ডিস্ট্রেসড সম্পদের আওতাভুক্ত কোন অর্থ বা সম্পদ দেশী বা বিদেশী যেকোনো তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক পুনরূদ্ধার হইলে উক্ত পুনরূদ্ধারকৃত অর্থ বা সম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট ট্রাষ্ট-এর অগ্রাধিকার থাকিবে।

(৬) এই ধারার অধীনে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৮. সম্পূর্ন দায় পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের নিষ্পত্তি

(১) ডিএএমসি কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহনের মূল্য যাহাই হোক না কেন, ডিএএমসি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধীগ্রহনের দিন পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবে লিপিবদ্ধ আদায়যোগ্য বকেয়ার সীমা পর্যন্ত অর্থ ডিএএমসি ঋনের দায় পরিশোধ বাবদ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।

(২) ডিএএমসি কর্তৃক এই আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রয় বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি করে উপধারা (১) বর্নিত সীমা পর্যন্ত অর্থ ঋনের দায় বাবদ পরিশোধ এবং অবশিষ্ঠাংশ থেকে, যদি থাকে, ট্রাস্ট দলিল অনুযায়ী প্রযোজ্য সকল কর ও আইনানুগ দায় দেনা পরিশোধের পর যদি কোনো অর্থ বা সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তবে উক্ত অবশিষ্টাংশ ঋণগ্রহীতা বা ন্যায্য মালিক-এর কাছে ফেরত যাইবে।

(৩) উপধারা (২) এ বর্নিত অবশিষ্ট সম্পদ বা অথর্, পুনরুদ্ধারের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা বা ন্যায্য মালিক-এর কাছে ফেরত দিতে হইবে।

৪৯. বিরোধ নিষ্পত্তি: ডিস্ট্রেসড সম্পদ পুনরুদ্ধার, অর্থপ্রাপ্তি, সিকিউরিটাইজেশন বা পুনর্গঠন কিংবা সুদসহ কোনো প্রাপ্য অর্থ প্রদানে ব্যর্থতা সংক্রান্ত কোনো বিরোধ ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানী, ডিএএমসি বা যোগ্য ক্রেতার মধ্যে সৃষ্টি হলে, কোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষে ডিএএমইউ উভয় পক্ষকে নোটিশ প্রদানপূর্বক শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করিবার ব্যবস্থা করিবে। ডিএ&এমইউ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থায় নিস্পত্তি না হইলে উক্ত বিরোধ বাংলাদেশ সালিসি আইন, ২০০১ অনুযায়ী সালিসি বা মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে, যেন বিরোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ লিখিতভাবে সালিসি বা মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সম্মত হইয়াছে।

অধ্যায় ৯: অপরাধ ও দণ্ড

৫০. শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা

(১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন ডিএএমসি বা লোন সার্ভিসার কোম্পনী, লাইসেন্সের শর্তাবলি পালন করিতে ব্যর্থ হলে, ডিএএমইউ দায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে সর্বনিম্ন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্সের আবেদনপত্রে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে কোনো লাইসেন্স সংগ্রহ করা হইলে, ডিএএমইউ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা দায়ী ব্যক্তির ওপর সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) কোনো ডিএএমসি বা লোন সার্ভিসার কোম্পানী এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে অ-অনুমোদিত কোনো শাখা, ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিস স্থাপন করিলে, অথবা তার ব্যবসার ব্যবস্থাপনা বা অবস্থান পরিবর্তন করিলে, ডিএএমইউ প্রতিটি দায়ী প্রতিষ্ঠান, পরিচালক বা কর্মকর্তার ওপর সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) কোনো ডিএএমসির বা লোন সার্ভিসার কোম্পানীর পরিচালক, ব্যবস্থাপক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নিরীক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি-

- (ক) ইচ্ছাকৃতভাবে কোম্পানীর হিসাব, প্রতিবেদন, বিবৃতি, ব্যবসায়িক কাগজপত্র বা নথিতে মিথ্যা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিলে বা অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করিলে;
- (খ) উক্ত নথির কোনো অংশ গোপন বা ধ্বংস করিলে; অথবা
- (গ) এই আইনের অধীনে দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বিবৃতি বা নথিতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, ডিএএমইউ দায়ী ব্যক্তির ওপর সর্বনিম্ন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) কোনো ডিএএমসি বা লোন সার্ভিসার কোম্পানী যদি এই আইনের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সময়মত প্রয়োজনীয় আর্থিক বিবৃতি, হিসাব, নথি বা তথ্য দাখিল করিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিল¤ে^র প্রতিটি দিনের জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানার জন্য দায়ী হইবেন।

(৬) এই আইনের অন্য কোনো বিধান, অথবা এর অধীনে প্রণীত কোনো বিধি, প্রবিধান, আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন করা হইলে এবং এই আইনের অন্য কোথাও নির্দিষ্ট কোনো দণ্ডের বিধান না থাকিলে, ডিএএমইউ দায়ী ব্যক্তির উপড় সর্বনিম্ন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

৫১. জরিমানা আরোপ ও আদায়ের পদ্ধতি

(১) ধারা ৪৯-এর অধীনে জরিমানা আরোপের উদ্দেশ্যে, ডিএএমইউ সংশ্লিষ্ট ডিএএমসি বা লোন সার্ভিসার কোম্পানী বা দোষী ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিবে। উক্ত নোটিশে, কেন উল্লিখিত অর্থ জরিমানা হিসেবে আরোপ করা হইবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য সর্বাধিক ত্রিশ (৩০) দিনের সময় দেওয়া হইবে।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব না দেওয়া হইলে বা প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক না হইলে, ডিএএমইউ ধারা ৪৯ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২)-এর অধীনে আরোপিত যে কোনো জরিমানা চূড়ান্তভাবে আদায়যোগ্য অর্থ হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত জরিমানার দাবি সংবলিত নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) ডিএএমইউ যে কোনো সময় উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে জারিকৃত নোটিশ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে অথবা উক্ত নোটিশ অনুযায়ী জরিমানা প্রদানের সময়সীমা বাড়াইতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীনে যাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে তিনি যদি উক্ত নোটিশ অনুযায়ী ডিএএমইউ-কে জরিমানা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, তবে নোটিশে উল্লেখিত অর্থের ক্ষেত্রে তাকে দোষী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হইবে এবং এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন বা মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৬) কোনো ডিএএমসি, লোন সার্ভিসার কোম্পনী উপ-ধারা (৩)-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, ডিএএমইউ আদেশের মাধ্যমে তার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে। তবে নিবন্ধন বাতিলের পূর্বে উক্ত ডিএএমসিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৭) ধারা ৪৯-এর অধীনে কোনো ব্যক্তির ওপর আরোপিত জরিমানা, এই আইন বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীনে তার ওপর আরোপযোগ্য বা ইতোমধ্যেই আরোপিত অন্য কোনো দায়বদ্ধতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৫২.	জরিমানার বিরুদ্ধে আপিল: ধারা ৪৯-এর অধীনে জারিকৃত কোনো আদেশে ক্ষুব্ধ দোষী ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের (Appellate Authority) নিকট আপিল করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হয় যে উক্ত সময়ের মধ্যে আপিল দাখিল করিতে না পারার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহলে ত্রিশ (৩০) দিনের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উক্ত আপিল গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৩.	আপিল কর্তৃপক্ষ

(১)	ডিএএমইউ তার বিশেষ কোনো কর্মকর্তা, কর্মকর্তাদের কমিটি বা স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২)	আপিল কর্তৃপক্ষ দোষী ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিবার পর যে কোনো প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারিবে।

(৩)	আপিল কর্তৃপক্ষ আদেশের মাধ্যমে, প্রয়োজন মনে করলে, ধারা ৫০(২)-এর অধীনে ডিএএমইউ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রয়োগ স্থগিত রাখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(৪)	উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে আরোপিত শর্তাবলি যৌক্তিক কারণ ছাড়া পালন করিতে ব্যর্থ হইলে, আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল খারিজ করিতে পারিবে।

৫৪.	ফৌজদারী অপরাধ ও দন্ড

(১)	বৈধ লাইসেন্স ব্যতীত, অথবা লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর, অথবা মিথ্যা পরিচয়ে কোন ডিএএমসি বা লোন সার্ভিসার কোম্পনী, ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনা করলে তা একটি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং দায়ী ব্যক্তি সর্বোচ্চ সাত (৭) বছরের কারাদণ্ড, অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২)	এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিলে বা প্রদানে সহায়তা করিলে তা একটি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং দায়ী ব্যক্তি সর্বোচ্চ দশ (১০) বছরের কারাদণ্ড, অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৩)	কোনো ব্যক্তি, কোন ডিএএমসি বা লোন সার্ভিসার কোম্পানী-এর ব্যবসা বা কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে —

(ক)	ইচ্ছাকৃতভাবে হিসাবের বই, হিসাব প্রতিবেদন, আর্থিক বিবৃতি, ব্যবসায়িক কাগজপত্র বা এই আইনের অধীনে সংরক্ষণযোগ্য অন্য কোনো নথিতে মিথ্যা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করলে, অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দিলে বা ধ্বংস করিলে; অথবা

(খ)	ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিবৃতি, প্রতিবেদন, রিটার্ন বা এই আইনের অধীনে দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনো নথিতে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে বা প্রদানে সহায়তা করিলে; অথবা

(গ)	এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য জেনেশুনে প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে,

উক্ত ব্যক্তি একটি ফৌজদারী অপরাধে দোষী হইবে এবং সর্বোচ্চ সাত (৭) বছরের কারাদণ্ড, অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৪)	এই আইনের অধীনে কোন সম্পত্তি অধীগ্রহন, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার জাল-জালিয়তি বা প্রতারনার আশ্রয় গ্রহন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন সম্পত্তির অবমূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকিলে, উহা একটি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং দায়ী ব্যক্তি সর্বোচ্চ বার (১২) বছরের কারাদণ্ড, অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) কোটি টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৫৫.	কোম্পানীর মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ: এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ কোনো কোম্পানীর দ্বারা সংঘটিত হলে, অপরাধ সংঘটনের সময় কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং কোম্পানীর কার্যক্রমের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি এবং কোম্পানী নিজেই উক্ত অপরাধে দোষী বলে গণ্য হইবে এবং সেই অনুযায়ী বিচার ও দণ্ডের মুখোমুখি হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে পারে যে অপরাধটি তার অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়েছে বা তিনি অপরাধ সংঘটন রোধে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্^ন করেছেন, সেক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোনো বিধান তাকে শাস্তিযোগ্য করিবে না।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্যে -

(ক) “কোম্পানী” বলিতে যে কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বোঝাবে এবং এর মধ্যে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিবর্গের সমিতিও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে “পরিচালক” বলিতে ঐ ফার্মের একজন অংশীদারকে বোঝাবে।

৫৬. অপরাধের বিচারগ্রহণ

(১) এই আইনের ধারা ৫৩-এর অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে, ডিএএমইউ কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোনো আদালত উক্ত অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের বিচার মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-এর অধঃস্তন কোনো আদালত করিতে পারিবে না।

(৩) এই আইনের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ হইবে আমলযোগ্য (cognizable), অমীমাংসনীয় (non-compoundable) এবং অজামিনযোগ্য (non-bailable)।

(৪) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায় ১০: বিবিধ

৫৭. কিছু ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে না

এই আইনের বিধান নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না —

(১) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ধারা ৬০-এর উপ-ধারা (১)-এর প্রথম প্রভিশো অনুসারে ক্রোকযোগ্য নয় এমন কোনো সম্পত্তির ক্ষেত্রে;

(২) ঋণের দায় পরিশোধ নিশ্চিত করিবার জন্য গৃহীত কোনো নিরাপত্তা স্বার্থ যার মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক নয়।

৫৮. কর, শুল্ক, ভ্যাট, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি থেকে অব্যাহতি - এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ডিস্ট্রেসড সম্পদ অধিগ্রহণ, উক্ত সম্পদের ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর বা ব্যবস্থাপনা, ডিএএমসি, বিনিয়োগকারী বা লোন সার্ভিসার কোম্পানির বিনিয়োগ, আয়, মুনাফা বা সংশ্লিষ্ট লেনদেন এবং ডিস্ট্রেসড সম্পদ ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যে কোনো প্রকার কর, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), শুল্ক, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন ফি অথবা অনুরূপ আর্থিক দায় সম্পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি, মওকুফ বা হ্রাস করিতে পারিবে এবং উক্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনা (Incentives), কর অবকাশ (Tax Holiday), বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ ও প্রত্যাবাসন সুবিধা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও নিয়ন্ত্রক সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৯. ঋণখেলাপি-সম্পর্কিত পক্ষের অযোগ্যতা

(১) কোনো ঋণখেলাপি-সম্পর্কিত পক্ষ (Defaulter-Related Party) নিম্নলিখিত কার্যের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে গণ্য হইবে-

- (ক) ডিএএমইউ, ডিএএমসি, বা কোনো লোন সার্ভিসার কোম্পানীতে-তে মালিকানা ধারন, নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা, প্রভাব বিস্তার করা, বা কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করা;
- (খ) এই আইনের অধীনে পরিচালিত কোনো বিক্রয় প্রক্রিয়ায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা;
- (গ) কোনো কোম্পানী, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানী, বা এই আইনের অধীনে গঠিত বা পরিচালিত অন্য কোনো সত্তায় যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা (QIB), স্পনসর, প্রোমোটর বা স্বাধীন পরিচালক হিসেবে কাজ করা; এবং
- (ঘ) এই আইনের অধীনে পরিচালিত কোনো লেনদেন, পুনর্গঠন বা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা মূল্যায়ন কর্মকর্তা, নিরীক্ষক, পরামর্শক বা উপদেষ্টা ইত্যাদি পেশাগত উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত বা নিযুক্ত হওয়া।

(২) এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট লেনদেন বা নিয়োগ প্রথম থেকেই বাতিল (void ab initio) বলে গণ্য হইবে।

৬০. সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের সুরক্ষা

(১) এই আইনের অধীনে কর্মরত, সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিএএমইউ, বা তাদের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোনো কাজ করিলে বা কাজ করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ, অথবা দাবি উত্থাপন অথবা তাহাকে দায়বদ্ধ করা যাইবে না:
তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ দায়মুক্তি হইতে সুরক্ষা প্রদান করা হইবে, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে, ক্ষমতার প্রয়োগ বা প্রয়োগের চেষ্টা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয় নাই।

(২) ডিএএমইউ-এর কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলে উহা ডিএএমইউ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ মামলার সমস্ত খরচ ডিএএমইউ-এর বাজেট হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(৩) ডিএএমইউ প্রয়োজনীয় সকল উপায়ে, এর কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিবে।

৬১. মামলা বা দরখাস্তের কারনে কার্যক্রম স্থগিত না হওয়া - ডিএএমসি-র কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোনো দরখাস্ত বা আপত্তি অন্য কোনো আদালতে উত্থাপিত হলে, শুধুমাত্র এই কারণে ডিএএমসি-র কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হইবে না; কেবলমাত্র উচ্চতর আদালত যদি স্পষ্টভাবে স্থগিতাদেশ (stay order) জারি করে, তখনই সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম স্থগিত থাকিবে।

৬২. সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা - সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করে এই আইনের বিধান কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৩. ডিএএমইউ কর্তৃক প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের বিধান কার্যকর করিবার জন্য, ডিএএমইউ গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) ডিএএমইউ সময়ে সময়ে গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করে এই ধারার অধীনে প্রণীত যে কোনো প্রবিধান সংশোধন, পরিবর্ধন, প্রতিস্থাপন, সংযোজন বা রহিত করিতে পারিবে।

৬৪. জটিলতা দূরীকরণে ক্ষমতা - এই আইনের কোনো বিধান, কোন বিধি বা প্রবিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা দেখা দিলে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করে উক্ত জটিলতা দূর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৫. ব্যাখ্যা প্রদান - এই আইনের বিধান কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মনে করলে ডিএএমইউ এই আইনের আওতাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বা স্পষ্টীকরণ জারি করিতে পারিবে, এবং ডিএএমইউ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৬. অব্যাহতি - ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত প্রয়োজনীয় কারণ থাকিলে, ডিএএমইউ নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, সাধারণভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সমস্ত ডিএএমসি বা কোনো নির্দিষ্ট ডিএএমসিকে এই আইনের কোন বিধান থেকে সমস্ত বা আংশিক অব্যাহতি দিতে পারিবে।

৬৭. ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠন এবং দ্বিতীয়িক বাজারের উন্নয়ন - ডিএএমইউ প্রয়োজন মনে করিলে, ডিস্ট্রেসড এ্যাসেট বা ট্রাষ্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন সিকিউরিটি সার্টিফিকেট বা আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং একটি দ্বিতীয়িক বাজার (secondary market) সৃষ্ট ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যা প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৬৮. বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার ঘোষণা

(১) এই আইনের আওতাধীন যে কোনো সত্তার চেয়ারম্যান, পরিচালক, নির্বাহী কমিটির সদস্য, অডিট কমিটি বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), উপদেষ্টা, নিরীক্ষক, বহিরাগত নিরীক্ষক, মীমাংসাকারী বা মধ্যস্থতাকারী, পরামর্শক, ব্যবস্থাপনা এজেন্ট, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী যেকোনো পদে নিয়োগ, নিবন্ধন বা চুক্তিভিত্তিক কাজে যোগদানের আগে বা যোগদানের সময় নির্ধারিত ফরমে বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার লিখিত ঘোষণা দাখিল করিবে।
(২) উক্ত ঘোষণাপত্র দাখিলের ফরম, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৯. ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ - এই আইন কার্যকর হওয়ার পর সরকার সরকারি গেজেটে এই আইনের একটি প্রামাণিক ইংরেজি পাঠ (authentic English text) প্রকাশ করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বাংলা পাঠই প্রাধান্য পাইবে।